কুষ্টিয়া মুক ও বধির সংঘের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল সম্পন্ন

দুইজন প্রার্থীকে দাঁড় করানো আছে। বসে রয়েছে প্রায় ৫০ জনেরও বেশি ভোটার। দুই প্রার্থীর মধ্যে কোন পদের বিপরীতে ভোটাররা কাদের নির্বাচিত করবেন সেজন্য আঙুল দিয়ে ইশারা করে দেখাচ্ছিলেন।

সামনে টেবিলে বসা নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সদস্যরা দেখলেন যাকে বেশি ভোটার সমর্থন দিচ্ছে কেবল তিনিই এক বছরের জন্য নির্বাচিত হচ্ছেন। এভাবেই আঙুলের ইশারায় ভোট দিলেন কুষ্টিয়া মুক ও বধির সংঘের সদস্যরা।

মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে শহরের ডিসি কোর্ট চত্বর এলাকায় সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়ে আঙুলের ইশারায় এভাবেই ১৩ জনকে নির্বাচিত করা হয়। এতে মোহাম্মদ হিরাউজ্জামানকে সভাপতি ও খন্দকার আব্দুর রহমান সুমনকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

এছাড়াও মো: ইফতেখার উদ্দিন বাবু (বধির), মো. জামাল উদ্দিন ও এ কে এম নাজমুল হোসেন (অ-বধির) সহ-সভাপতি, শ্রী পিন্টু কুমার বিশ্বাসকে সহ সম্পাদক, মো. ফয়সাল কোষাধ্যক্ষ, রাজিব খান রকি ক্রীড়া সম্পাদক, হাফিজুর রহমান পাঠাগার সম্পাদক, জেসমিনারা পারভীনকে মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা, শামীম আহমেদ রাজু, হামিদুল ইসলাম ও ওমর শরিফ মো: খৈয়াম কে কার্যনিবাহী পরিষদের সদস্য (অ-বধির) হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কুষ্টিয়া মুক ও বধির তত্বাবধায়ক পরিষদের তত্বাবধায়ক এবং কুষ্টিয়া শহর সমাজসেবা অফিসার মো. আরিফুল ইসলাম।

কুষ্টিয়া শহর সমাজসেবা অফিসার মো. আরিফুল ইসলাম বলেন, কুষ্টিয়া মুখ ও বধির সংঘের সাধারণ কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রায় ৭০ জন সদস্য রয়েছে। এর মধ্যে এক বছর মেয়াদি এ সাধারণ কমিটির নির্বাচনে ১৩ জন বধিরের মধ্যে সভাপতিসহ চারজন অ-বধির সদস্য রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় দিনমজুরকে ঘর উপহার দিল “ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম”

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার শিমুলিয়া ইউনিয়নের সিংগরিয়া গ্রামের দরিদ্র দিনমজুর রায়হান খান সুরতকে ঘর উপহার দিয়েছে বেসরকারি সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম। আর এই ঘর পাওয়ার পর খুশিতে আত্মহারা তার পরিবার।

দীর্ঘদিন ধরে কিডনি রোগে আক্রান্ত ছিলো দিনমজুর রায়হান খান সুরত। স্বল্প আয়ের অধিকাংশ ব্যয় হয় নিজের চিকিৎসা করাতে। বাড়িতে নিজস্ব জমির পরিমান ২শতাংশ সেখানেই ভাঙ্গাচুরা খুপরি ছাপড়া ঘরে বসবাস করেন পরিবারের ৫ সদস্য নিয়ে। বৃষ্টির রাতে নির্ঘুম রাত কাটতো তাদের। বিষয়টি বেসরকারি সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের নজরে আসে।

এরপর মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে রায়হান খান সুরতের বাড়িতে খুপরি ঘরের পরিবর্তে সেথানে নতুন করে আধাপাকা ঘর নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গতকাল রবিবার (১৩ জানুয়ারী) এ ঘরটি হস্তান্তর করা হয়।

ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের চেয়ারম্যান আশিকুল ইসলাম চপল এর সভাপতিত্বে ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড’র সাবেক জেনারেল ম্যানেজার ও বিশিষ্ট গবেষক ড. মুহম্মদ রবিউল আলম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গোপগ্রাম ফাজিল মাদ্রাসার আইনদ্দিন, খোকসা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগ প্রভাষক কবি ওয়াজেদ বাঙালি ও মাওলানা মতিউর রহমান নাটোরিসহ ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের অন্যান্য সদস্য বৃন্দ।

ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের চেয়ারম্যান আশিকুল ইসলাম চপল বলেন, ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম একটি অলাভজনক সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সমাজের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা চেষ্টা করে থাকি। শীতবস্ত্র, খাদ্য সামগ্রী বিতরণের পাশাপাশি বিভিন্ন

সময় দরিদ্র মানুষের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও পানির জন্য টিউবওয়েল স্থাপনসহ ভালো কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকি। এজন্য আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে ও বিভিন্নভাবে সহায়তা নিয়ে এসব অসহায় মানুষের পাশে থাকি।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কিডনি রোগে আক্রান্ত ছিলো দিনমজুর রায়হান খান সুরত। স্বল্প আয়ের অধিকাংশ ব্যয় হয় নিজের চিকিৎসা করাতে। বাড়িতে নিজস্ব জমির পরিমান ২শতাংশ সেখানেই ভাঙ্গাচুরা খুপরি ছাপড়া ঘরে বসবাস করেন পরিবারের ৫সদস্য নিয়ে। বৃষ্টির রাতে নির্ঘুম রাত কাটতো তাদের।

দরিদ্র দিনমজুর রায়হান খান সুরত ও তার পরিবারের জন্য তিন রুম বিশিষ্ট বারান্দাসহ আধাপাকা একটি ঘর নির্মাণ করে দিয়েছি। এটি নির্মাণ করতে মোট ব্যয় হয়েছে ১ লাখ ৩০ টাকা।

নতুন ঘর পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় দরিদ্র ভ্যান চালক রায়হান খান সুরত। এসময় তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, আমি একজন দিনমজুর। নিজের একটুখানি মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকলেও এতোদিন পরিবার-পরিজন নিয়ে খুপরি ঘরের মধ্যে কোনোমতে জীবনযাপন করতাম। এখন ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের চেয়ারম্যান আশিকুল ইসলাম চপল আমাকে ঘর দিয়েছেন। আমিসহ আমার পরিবারের সবাই খুব খুশি। এ আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

কুষ্টিয়ায় ডাম্পার ট্রাকের চাপায় শ্রমিক নিহত, আহত ৩

কুষ্টিয়ায় বেপরোয়া গতির একটি ড্রাম্প ট্রাকের চাপায় রাজু আহাম্মেদ (২০) নামের এক নলকূপ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। তাদেরকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

শনিবার (১১ জানুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের কুমারখালীর সৈয়দ মাস-উদ রুমী সেতু এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত রাজু কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নের কামারতলা গ্রামের আয়ুব আলীর ছেলে। রাজু লেখাপড়ার পাশাপাশি নলকূপ শ্রমিকের কাজ করতো। এই ঘটনায় আহত শ্রমিক মিরাজুল, আসলাম এবং বিল্লাল একই এলাকার বাসিন্দা।

ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা ট্রাক ড্রাইভার সন্দেহ এক ব্যক্তিকে ধরে গণপিটুনি দেয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয় এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে কুষ্টিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ আল মামুন বলেন, একটি ভ্যানযোগে চারজন নলকূপ শ্রমিক কুমারখালীর কয়া থেকে কাজের জন্য কুষ্টিয়ার উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। ভ্যানটি সৈয়দ মাসুদ রুমি সেতুর মুখে এসে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি বালুবাহী ড্রাম্প ট্রাক ভ্যানটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই রাজুর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় আহত তিনজনকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নিহত রাজুর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনার পরই ট্রাক চালক পালিয়ে গেলেও ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে পুলিশ।

কুষ্টিয়ায় জেলা জামায়াতের কর্মী সমাবেশে ডা. শফিকুর রহমান

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, সব ধর্মের সব বর্ণের মানুষ মিলেমিশে সমান অধিকারের ভিত্তিতে বসবাস করবে। সর্বক্ষেত্রে দেশাত্ববোধের মাধ্যমে দেশকে উন্নত করতে সচেষ্ট থাকবে।

তিনি বলেন, জনগণ একটি পরিবর্তনের জন্য জীবন দিয়েছে। তারা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বৈষম্য দূর করার জন্য জীবন দিয়েছে। অথচ

সমাজ বৈষম্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। বিগত ১৭ বছরের জঞ্জালের একটিও এখনো যায়নি। কিন্তু কেন? স্বৈরাচার তো পালিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা কেন মুক্ত হতে পারলাম না। এর জবাব ১৮ কোটি মানুষের সামনে আছে।

আজ শনিবার (৪ জানুয়ারি) সকালে কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ মাঠে জেলা জামায়াতের কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, আমাদের ৩৫ হাজারের মতো সন্তান জীবনের তরে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে, ৫শর উপরে দুটি চোখ হারিয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছে তারা এ বিশ্বের সৌন্দর্য আর চোখে দেখতে পারবে না। মায়ের মুখটা সন্তানের মুখ কিবাং প্রিয়তম স্ত্রীর মুখটাও আর চোখে দেখতে পারবে না। তাদের চোরেখর আলো নিভে গেছে।ন সাড়ে সাতশোর মতো এক চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। কয়েকশ সন্তান মেরুদ্ন্ড অকেজো হয়ে গেছে যাদের পিঠে গুলি লেগেছিলো। কয়েক হাজার হয় হাত নয়তোবা পা হারিয়েছে। এতোগুলো মানুষের প্রতি লাল রক্তের প্রতি গাদ্দারী করা চলবে না। এ রক্তের আমানত রক্ষা করতে হবে এবং সম্মান দেখাতে হবে বলেও জানান তিনি।

দেশের পরবর্তী প্রজন্ম ও ছাত্রসমাজের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমরা ছাত্র সমাজকে কথা দিচ্ছি এমন শিক্ষা ব্যবস্থা হবে, তোমাদের কাগজের টু্করো নিয়ে দৌড়াতে হবে ন। লেখাপড়া শেষ করেই নিশ্চিত কর্মে যোগদানের ব্যবস্থা করা হবে।

আমাদের দল দখলবাজি-চাঁদাবাজি করে না উল্লেখ করে জামায়োতের এই আমির বলেন, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে চাঁদাবাজ ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়া হবে। দেশে দখলবাজি ও চাঁদাবাজি চলবে না। দখলবাজ, চাঁদাবাজমুক্ত দেশ গড়তে নেতা-কর্মীদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। দখলদারমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সিন্ডিকেট ভেঙে দিতে হবে। আমাদের দল দখলবাজি-চাঁদাবাজি করে না।

জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক মাওলানা আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে এবং জেলা সেক্রেটারি অধ্যাপক সুজাউদ্দিন জোয়ার্দারের সঞ্চালনায় এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য যশোর অঞ্চল পরিচালক মো. মোবারক হোসেন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য রাজশাহী অঞ্চল পরিচালক অধ্যক্ষ মো. শাহাবুদ্দিন, আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আল্লামা

শামীম সাঈদী, জামায়াতের মজলিশে শূরা সদস্য অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন প্রমুখ।

শীতের কুয়াশাভেদ করে সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে নেতা–কর্মীরা ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে কর্মী সম্মেলনে যোগ দেন।

কুষ্টিয়ায় গুড় তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছিরা

কুষ্টিয়ার বিভিন্ন উপজেলায় খেজুর রস সংগ্রহ ও রস জ্বালিয়ে গুড় তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছিরা। শীতের শুরু থেকেই বাড়ছে রসের চাহিদা। পাশাপাশি রস জ্বালিয়ে তৈরি করা গুড়ের চাহিদাও অনেক।

শীত মৌসুমে আবহমান গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য গ্রামাঞ্চলের ঘরে ঘরে খেজুর রস দিয়ে তৈরি হয় হরেক রকমের পিঠা ও পায়েস। পাশাপাশি খেজুরের গুড় দিয়ে তৈরি হয় নানান পিঠাপুলি। তাই বাণিজ্যিকভাবেও খেজুরের রস সংগ্রহ ও গুড় তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করতে হচ্ছে গাছিদের।

জেলার বাইরের গাছিরাও এসে কুষ্টিয়ায় রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করছে। সুস্বাদু এই খেজুরের রস আগুনে জ্বালিয়ে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন রকমের পাটালি ও লালি গুড়। ফলে এসব গাছিদের এখন দম ফেলার ফুরসত নেই। খেজুর ও রস বিক্রি করেও আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন এখানকার গাছিরা।

আবহমান গ্রাম বাংলায় শীতের সকালে সূর্য মিটমিট করে আলো ছড়ানোর আগেই আমরা বেরিয়ে পড়ি রস জ্বালিয়ে গুড় তৈরির দৃশ্য দেখতে। খেজুরের রস আহরণ শেষে হাঁড়িতে সংগৃহীত রস নিয়ে বড় চুলার কাছে ছুটে আসেন গাছীরা।এরপর টিনের বড় পাত্রে রস ঢেলে জ্বাল দিয়ে শুরু হয় গুড় তৈরির প্রক্রিয়া। আস্তে আস্তে এসব রস শুকিয়ে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টার ব্যাবধানে জ্বালানোর ফলে তৈরি হয় লাল গুড়।

গাছিরা জানায়, প্রতিদিন বিকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যেই খেজুর গাছের সাদা অংশ পরিষ্কার করে ছোট-বড় মাটির কলস বেঁধে রাখা হয় রসের জন্য। এরপর ভোর থেকেই ওইসব গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হয়। সকালের দিকে কেউবা রত কিনে নিয়ে যায়। আবার এই রস দিয়ে পাটালি ও লালি গুড় তৈরি করে বিক্রি করে থাকেন তারা।

তবে ভেজালের ভিড়ে আসল খেজুরের গুড় পাওয়ায় যেন দায় হয়ে পড়েছে। এতোকিছুর ভিড়ের খাঁটি গুড়ের সন্ধান মেলে কেবল সেসব গাছীদের কাছ থেকে খেজুর গুড় সংগ্রহ করার ফলে।

জানা গেছে, কুষ্টিয়ার সদর, দৌলতপুর এবং মিরপুর উপজেলার গ্রামগুলোতে খেজুর গাছের সংখ্য বেশি। এসব খেজুর গাছ থেকে রস আহরণ ও গুড় তৈরি করে লাভবান হচ্ছেন গাছিরা। আবার বাড়তি লাভের আশায় এসব এলাকায় আসছেন অন্য জেলার গাছিরাও। খেজুর গুড় তৈরির পেশায় এখন বাড়তি আয়ে খুশি তারা।

কুষ্টিয়া শহর বাইপাস সড়কের ধারে প্রায় দুইশ খেজুর গাছ লিজ নিয়েছেন। স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকায় শীতের ৪ মাসের জন্য খেজুর গাছগুলো লিজ নেওয়া হয়েছে। এসব গাছ থেকে ৪ জন মিলে প্রতিদিন রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করেন। এছাড়াও খেজুরের রসও বিক্রি করা হয়।

তিনি আরও বলেন, ‘প্রায় বিশ বছর ধরে এভাবে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করি। এরপর এসব রস দিয়ে পাটালি ও লালি গুড় তৈরি করি।’

রাজশাহীর বাঘা থেকে থেকে আসা দুলাল জানান, এবছর কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ এলাকায় আড়াইশ গাছ লিজ নিয়ে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করে থাকে। তবে তার উৎপাদিত এই গুড় বিক্রিতে কোন ঝামেলা নেই। সকালের দিকে ক্রেতারা এসে নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যায়। তবে তিনি অভিযোগ করে বলেন, এলাকার কিছু খারাপ মানুষ থাকে তারা রাতের আঁধারে রস খেয়ে আবার হাড়ি ভেঙে ফেলে রাখে। এতে করে আমাদের বছরে এক থেকে দেড়শ হাড়ি আবার নতুন করে কিনতে হয়।

নাটোরর সিংড়া থেকে আসা আলাউদ্দিন নামে আরেক গাছি জানান, শীত মৌসুমের শুরু থেকেই খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করা হয়। শীতের প্রায় চার মাস রস সংগ্রহ করা যায়। এই রস থেকে বিভিন্ন রকমের পাটালি ও লালি গুড় তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে আমরা সংসার চালাই। তিনি আরও বলেন, শীতের পিঠা ও পায়েসের জন্য খেজুরের রস ও গুড়ের বাড়তি চাহিদা রয়েছে।

স্থানীয় খেজুর রস ক্রেতা শিমুল জানান, ‘শীতের সকালে গাছ থেকে নামানো কাঁচা রসের স্বাদ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এছাড়াও জ্বাল দেওয়া রসের তৈরি বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার অতুলনীয়।’ এখান থেকে রস কিনে বোতলে করে বাড়ির জন্য নিয়ে যাচ্ছি বলেও জানান তিনি।

সাইদুল বারর টুটুল নামে একজন জানান, খাঁটি গুড় পাওয়ার আশায় এখানে আসলাম। ভোরে খেজুরের রস খেয়েছি। আবার বসে থেকে রস জ্বালিয়ে গুড় তৈরি করে কিনে নিলাম। আসলে বর্তমানে ভেজালের কারনে খাঁটি জিনিসের প্রাপ্যতা একটু মুশকিল হয়ে গেছে। তাই এখানে এসে গুড় কিনতে পেরে ভালো লাগছে।

অনলাইনে খেজুরের খাঁটি গুড় বিক্রি করেন কৃষকের বন্ধু এসএম জামাল। তিনি জানান, খেজুরের বহুল ব্যবহার নিয়ে বর্ণনার শেষ নেই। রস দিয়ে নানা রকম পিঠা, পায়েস, গুড়, কুটির শিল্প, আয় ও কর্মসংস্থান হয়। সার্বিক বিবেচনায় খেজুর সমধিক গুরুত্ববহ একটি প্রজাতি। মানুষ খেজুরের খাঁটি গুড় পেতে চাই। কিন্তু অনেক সময় দূস্কর হয়ে পড়ে। তবে আমি ভোর থেকে গাছীদের রস সংগ্রহ করার পর।তা জ্বালিয়ে তৈরী করা গুড় বিভিন্ন ভোক্তাদের কাছে পাঠিয়ে থাকি।

কুষ্টিয়ার পরিবেশবিদ গৌতম কুমার বলেন, খেজুর পরিবেশবান্ধব, স্থানসাশ্রয়ী একটি বৃক্ষ প্রজাতি। এ প্রজাতি দুর্যোগ প্রতিরোধী বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশেও টিকে থাকতে পারে। খেজুর রস ও গুড় বিক্রি করে খামারির আর্থিক লাভ ও স্বাবলম্বী হওয়ার দৃষ্টান্ত বেশ সুপ্রাচীন। গ্রামীণ অর্থনীতি এবং মৌসুমি কর্মসংস্থানে খেজুর গাছের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে শীতকালে বাংলাদেশের সর্বত্রই খেজুর রস, খেজুর গুড় দারিদ্র্য বিমোচনসহ বাঙালি সংস্কৃতিতে রসঘন আমেজ লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের মাটি ও কোমল প্রকৃতি খেজুর গাছ বেড়ে ওঠার জন্য বেশ উপযোগী। রাস্তা, বাঁধ, পুকুর পাড়, খেতের আইল এবং আবাদি জমিতে এ বৃক্ষ বেশ ভালো জন্মে।

দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের

বৃত্তি দিলো কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের ‘৯৬ ব্যাচ’

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের ‘৯৬ ব্যাচ’ ফ্রেন্ডস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে এই শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোল্লা মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

এসময় তিনি বলেন, জীবনের লক্ষ্য অর্জনে দরিদ্রতা কখনো বাঁধা হতে পারেনা বরং যারা দরিদ্রতার ছোঁয়া পেয়েছে, তারাই জীবনে বেশি সফলতা অর্জন করেছে। তাই বড় হতে হলে বিত্তশালী লোকের সন্তান হতে হয়না। হতে হবে অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী এবং মেধাবী।

তিনি আরও বলেন, সকল শিক্ষার্থীদের। হতাশা-বিলাসিতা পরিহার করে জীবনের লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যেতে হবে। এটাই হবে সবার জন্য জীবন যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়ী হতেই হবে। আজকের এই শিক্ষা বৃত্তি পেয়ে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল। শিক্ষা জীবন শেষে দরিদ্র অসহায় মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে বলেও যোগ করেন তিনি।

সংগঠনের সভাপতি, আমেরিকা প্রবাসী সাদিক রহমানের অনুপস্থিতে সংগঠনের সহসভাপতি, কাজী এনামুল হক ঝংকারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ হাবিবুর রহমানের সার্বিক নির্দেশনায় এবং ড. শর্মিষ্ঠা হুসাইনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যাপক প্রফেসর একেএম জালাল উদ্দীন, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান (অবসরপ্রাপ্ত) প্রফেসর সাবিহা সুলতানা, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান (অবসরপ্রাপ্ত) প্রফেসর মো: ইয়ার আলী।

আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক আমেরিকা প্রবাসী, মোঃ আনোয়ারুল করিম, প্রধান সমন্বয়কারী,লন্ডন প্রবাসী ব্যারিস্টার হাবিবুর রহমান, সদস্য সচিব, বিশিষ্ঠ ব্যাবসায়ী, শিশির বেকারির কর্ণধার, আল্লামা তানভীর শিশির, যুগ্ম আহ্বায়ক, এমদাদুল হক, যুগ্ম সদস্য সচিব ,রেজিনা রিপা এবং ইন্টারভিউ বোর্ডের অন্যতম শিক্ষক, বরিশাল

উনিভার্সিটির অধ্যাপক ডঃ খোরশেদ আলম, অধ্যাপিকা এলিনা আক্তার রত্না, ড. এসএম রিয়াজুল ইসলাম, ইসলামী উনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান এবং মোঃ মিজানুর রহমান মঞ্জুসহ সকল বন্ধুদের সার্বিক সহযোগিতায় আয়োজন সম্পন্ন হয়।

আয়োজকরা জানান, যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা গরীব ও মেধাবী, যারা অর্থের অভাবে ঠিকমত লেখাপড়া করতে পারে না। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের ‘৯৬ ব্যাচ’ ফ্রেন্ডস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়।

এরআগে ভার্চুয়ালী অনলাইনে বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি আমেরিকা প্রবাসী সংগঠনের সভাপতি সাদিক রহমান বলেন, আজকের এই বৃত্তির মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করবে বলে বিশ্বাস করি। যাতে করে শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তিনি আরও বলেন, মানুষ মানুষের জন্য। জীবন জীবনের জন্য। আজকে তোমরা যারা মেধাবী তারা একসময় বড় হয়ে মানুষের মতো মানুষ হবে এবং সবাই ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে এটাই কামনা করি।

প্রসঙ্গত, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ৪৫ জন শিক্ষার্থীকে (প্রত্যককে ৮ হাজার টাকা) করে এ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়ায় এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ফলাফল প্রদান

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. নকীব মুহাম্মদ নসুরুল্লাহ বলেছেন, সন্তানরা ভালো ফলাফল করলে অভিভাবকরা খুবই খুশি হয়। আর তাই ভালো ফলাফল পেতে অবশ্যই বেশি বেশি পড়াশোনার দরকার।

আজ রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়ার এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের সম্মেলন কক্ষে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ৮ম ও নবম শ্রেনীর বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ফলাফল ভালো করা মানেই যে প্রথম হতে হবে বিষয়টি তেমন নয়, তবে ভালো ফলাফল করতে হলে অবশ্যই পড়াশোনা করতে হবে। এজন্য তোমাকে চেষ্টা করতে হবে এবং পরিশ্রম করতে হবে তবেই কেবল তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তোমাদের পড়ালেখার মাধ্যমে আজকে যারা যারা ভালো ফলাফল করেছো নিশ্চয়ই তারা বেশি পরিশ্রম করেছো, আর যারা মধ্যম অবস্থায় রয়েছে তারা বেশি পড়াশোনা করো নি, আর যারা পিছিয়ে রয়েছো তারা আগামীতে চেষ্টা করবে আজকের এগিয়ে থাকাদের সাথে টেক্কা দিতে বেশি বেশি পরিশ্রম এবং পড়াশোনা করে নিজেকে এগিয়ে নেবে।

প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ফলাফল ও শৃঙ্খলার মানের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, সুশিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। শিক্ষার মাধ্যমেই তৈরি হয় সৎ, দেশপ্রেমিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সুনাগরিক। শিক্ষা ছাড়া মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম, মানবতা ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। তাই শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা, চিন্তার দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতার উপযোগী হয়ে উঠতে হবে বলেও যোগ করেন তিনি।

এডুকেয়ার যেন আর ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাদৃত হতে পারে সেজন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানিয়ে ইবির ভিসি বলেন, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশকে আধুনিক ও ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপে গড়ার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ও প্রযুক্তি নির্ভর মানসম্মত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি। নিয়মিত বিভিন্ন ধরণের আধুনিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে এ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানপর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের চেয়ারম্যান মোঃ মোজাম্মেল হক রাসেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. শাহীনুজ্জামান, ইসলামি স্টাডিজ এন্ড দাওয়া বিভাগের প্রফেসর ড. মো: গোলাম মাওলা, চারুকলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, কুষ্টিয়া জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ আমিরুল ইসলাম, এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মোঃ নজরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ (একাডেমিক) মিস দিলরুবা পারভিন এবং এডুকেয়ার শিক্ষাপরিবারের নির্বাহী পরিচালক সোহেল রানা মানিক।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের চেয়ারম্যান মোঃ মোজাম্মেল হক রাসেল অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ আপনাদের সবসময় পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা ও ভবিষ্যতের পথচলায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আমরা আমাদের সকল অতিথি, শিক্ষক, অভিভাবক এবং প্রিয় শিক্ষার্থীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পরে ৮ম ও নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১ম থেকে ৫ম স্থান অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও সকল শিক্ষার্থীদের হাতে সান্তনা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বিএনপি কর্মী হত্যা: কুষ্টিয়ার সাবেক এসপি কারাগারে

কুষ্টিয়ায় বিএনপির কর্মী সুজন মালিথাকে গুলি করে হত্যার মামলার প্রধান আসামি কুষ্টিয়ার সাবেক পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) দুপুরে তাকে কুষ্টিয়া সদর আমলি আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদা সুলতানার আদালতে হাজির করা হয়। আদালত তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

উপপুলিশ কমিশনার তানভীর আরাফাত সিলেট রেঞ্জ ডিআইজি অফিসে সংযুক্ত ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি খুলনার খালিশপুর উপজেলায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শিহাবুর রহমান শিহাব বলেন, সাবেক এসপি তানভীর আরাফাত পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। তাকে আদালতে হাজির করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলা রয়েছে। কীভাবে, কোথা থেকে, কখন তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেননি পুলিশের এই কর্মকর্তা।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর নিহত সুজনের রাজনৈতিক বড় ভাই সুজন হোসেন (৪২) বাদী হয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় মোট ১৫ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে আরও ১০-১২ জনকে।

নিহত সুজন মালিথা কুষ্টিয়া সদর উপজেলার টাকিমারা গ্রামের ইসমাইল মালিথার ছেলে। মামলার বাদী সুজন হোসেন কুষ্টিয়া শহরের মিললাইন এলাকার লালন শাহ সড়কের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

মামলার বাদী সুজন হোসেন এজাহারে উল্লেখ করেন, ‘আমার দলীয় ছোট ভাই বিএনপির সহযোদ্ধা সুজন মালিথা নিয়মিত বিএনপির বিভিন্ন প্রোগ্রামে উপস্থিত থেকে নেতাকর্মীদের উৎসাহ প্রদান করতো। যার কারণে আসামিদের কাছে সুজন মালিথা শত্রু হিসেবে পরিণত হয়। আসামিরা আমার দলীয় ছোট ভাইকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

তারই জের ধরে আমার দলীয় ছোট ভাই সুজন মালিথা বিএনপির প্রোগ্রাম শেষ করে রাতে নিজ বাড়িতে প্রবেশ করলে ২০১৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ১২টা ২০ মিনিটে আসামিরা সবাই মিলে তার বাসায় প্রবেশ করে এবং তাকে জোরপূর্বক বাসা থেকে তুলে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে যায়।

পরবর্তীতে আমিসহ সুজন মালিথার পরিবারের লোকজন তাকে দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে এলাকাবাসীর মাধ্যমে জানতে পারি যে, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে উল্লিখিত আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে আমার দলীয় ছোট ভাই সুজন মালিথাকে বাসা থেকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর রাত ১টা ৩০ মিনিটে কুষ্টিয়া মডেল থানাধীন মোল্লাতেঘরিয়া পূর্ব ক্যানালের পাড়ে গুলি করে হত্যা করে।

অতঃপর আমিসহ সুজন মালিথার পরিবারের লোকজন আসামিদের কাছে উপস্থিত হয়ে সুজন মালিথাকে হত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা কোনো সদুত্তর না দিয়ে আমাদের তাড়িয়ে দেয়।

পরবর্তীতে একাধিকবার উক্ত ঘটনার বিষয়ে মামলা করার চেষ্টা করলে আসামিরা আমাকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখায়। ঘটনার বিষয়ে এলাকার অনেকেই অবগত আছেন। এমতাবস্থায় ঘটনার বিষয়ে সুজন মালিথার পরিবারসহ দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে থানায় এজাহার দায়ের করতে বিলম্ব হয়।’

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান বলেন, বিএনপি কর্মী সুজন হত্যা মামলায় তানভীর আরাফাতকে গ্রেফতার করে কুষ্টিয়ায় আনা হয়েছে।

প্রসঙ্গত ২০১৮ সালে এসএম তানভীর আরাফাত কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার হিসেবে যোগদান করেন। ২০২০ সাল পর্যন্ত কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

কুষ্টিয়ায় পিএসটিসি মডেল ক্লিনিকের উদ্বোধন

কুষ্টিয়ায় পপুলেশন সার্ভিসেস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি) মডেল ক্লিনিকের উদ্বোধন করা হয়েছে।

এটি বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য পিএসটিসি-এর চলমান প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
বিশেষভাবে প্রজনন স্বাস্থ্যসহ (SRH) জনস্বাস্থ্য সেবায় ব্যাপক সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে কাজ করবে এটি।

মঙ্গলবার সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো: তৌফিকুর রহমান।

এসময় তিনি তার বক্তব্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। পিএসটিসির জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে অব্যাহত প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-কুষ্টিয়া পরিবার পরিকল্পনার উপপরিচালক মো. আবদুস সালাম, কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মো. মিজানুর

রহমান, উপজেলা হেলথ অফিসের ইউ এইচ অ্যান্ড এফপিও মো. সাজ্জাদ হোসেন।

অতিথিরা তাদের মতামতে এই উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জানান। সরকার, এনজিও ও স্থানীয়দের মধ্যে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নতির ওপর জোর দেন তারা।

অনুষ্ঠানে পিএসটিসি ফোকাস প্রকল্পের ওপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ও ভিডিও ডকুমেন্টরি প্রদর্শিত হয়। এরপর ক্লিনিকটি পরিদর্শন করা হয়। এই ক্লিনিকটি একটি মডেল হিসেবে সেবা প্রদানের লক্ষ্য রাখছে, যেখানে পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃস্বাস্থ্য, শিশুসাস্থ্য, কাউন্সেলিং এবং স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করা হবে।

পিএসটিসির নির্বাহী পরিচালক, ড. নূর মোহাম্মদ তার বক্তব্যে দেশজুড়ে সবার জন্য সমান স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

পিএসটিসি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যার ৪৬ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। স্বাস্থ্য এবং সেবামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এটি।

কুষ্টিয়ায় পদ্মা নদীতে জেলের জালে ধরা পড়লো কুমির

কুষ্টিয়ার পদ্মা নদীতে পদ্মায় মাছ ধরার সময় শরিফুল ইসলাম নামে এক জেলের জালে ধরা পড়েছে একটি বিশালাকৃতির কুমির।

আজ মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) বিকেলে মিরপুর উপজেলার তালবাড়ীয়া ইউনিয়নের পদ্মা নদী বালির ঘাট থেকে একটি বিশাল আকৃতির কুমির ধরা পড়ে। ১১ ফুট লম্বা আনুমানিক ২৫০ কেজি ওজনের এই কুমিরটি একনজর দেখতে ভিড় করেন উৎসুক এলাকাবাসী।

জেলে শরিফুল ইসলাম জানান, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবারও তিনি নদীতে

মাছ ধরতে যান। এ সময় একটি কুমির জালে আটকা পড়লে সঙ্গে থাকা আবজাল ও নুর হোসেনের সহযোগিতায় সেটিকে পদ্মার ডাঙায় তোলা হয়। পরে তারা বন বিভাগে এবং মিরপুর থানায় খবর দেন। কুমিরটির দৈর্ঘ্য ছিল আনুমানিক ১১ ফুট এবং ওজন প্রায় ২৫০ কেজির মতো। এলাকার লোকজন সেটি দেখতে ভিড় করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মিরপুর উপজেলা বন কর্মকর্তা জুয়েল আহমেদ জানান, বিভাগীয় বন কর্মকর্তার মাধ্যমে আমরা মঙ্গলবার বিকেলে খবর পেয়ে গড়াই নদীতে যায়। সেখানে স্থানীয় এক জেলে মাছ ধরতে গিয়ে তার জালে একটি কুমির ধরা পড়ে। খবর পেয়ে স্থানীয় জনতা ভীড় জমায়। পরে কুমিরটি আমরা উদ্ধার করে রশি দিয়ে বেঁধে রাখি। যাতে কুমিরটির কোন ক্ষতি না হয়।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পদ্মা নদীর গভীরে অবমুক্ত করতে কুমিরটিকে নিয়ে সামাজিক বন বিভাগ কুষ্টিয়ার কর্মকর্তারা রওয়ানা হয়েছে।

এর আগে কুষ্টিয়া শহর সংলগ্ন পদ্মা নদীর শাখা গড়াই নদী কয়েক দিন ধরে একাধিক কুমির দেখা যায়। কুমির দেখতে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরের জুগিয়া ভাটাপাড়া গোরস্তান এলাকায় গড়াই নদীর পাড়ে ভিড় করে স্থানীয় বাসিন্দারা। নদীতে কম পানিতে কুমিরের দেখা পাওয়ায় জেলেরা মাছ ধরতে পানিতে কম নামে।

এদিকে কুমিরদের খাবার দিতে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশন (বিবিসিএফ) কুষ্টিয়া শাখার সভাপতি ও পাখিপ্রেমী শাহাব উদ্দিন নদের চরে ছাগল ও হাঁস-মুরগি দেন। শাহাব উদ্দিন মিলন বলেন, এখন শুষ্ক মৌসুমে নদের পানি শুকিয়ে যাচ্ছে। হয়তো কোনোভাবে কুমির এখানে এসেছে। কিন্তু সে কোনো খাবার পাচ্ছে না। এ জন্য হাঁস, মুরগি ও ছাগল আনা হয়। কুমির সংরক্ষণ করতে হবে।

কুষ্টিয়া বন বিভাগের কর্মকর্তা আতিয়ার রহমান জানান, কুমিরটি উদ্ধার করা হয়েছে। বিকেলে বন বিভাগের পিকআপভ্যানে করে কুমিরটিকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া বন বিভাগ অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কুমিরটিকে পদ্মা নদীতে অবমুক্ত করা হবে।